ইয়াহুদীদের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ও সামরিক হস্তক্ষেপের ইতিহাস

মাওলানা আসেম উমর হাফিজাহুল্লাহ

ইয়াহুদীদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক হস্তক্ষেপের ইতিহাস

মাওলানা আসেম উমর হাফিজাহুল্লাহ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الم (1) غُلِبَتِ الرُّومُ (2) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (3) فِي بِضْعِ سِنِينَ

কোন একটি আন্দোলন কোন একটি এলাকায় দাওয়াতের আওয়াজ উঠায়। নিজের মিশন শুরু করে। এর জন্য জরুরী হলো সেই এলাকার অবস্থাকে বুঝা, পরিবেশকে বুঝা।

কেউ কোন এলাকায় যদি দাওয়াত চালাতে চায় অথবা খেলাফত কায়েম করতে চায় তবে সেখানে কয়েকটি বিষয় দেখতে হবে। সেখানকার রাজনৈতিক অবস্থা কেমন, কোন কোন শক্তি আছে, তাদের শক্তির পরিমাণ কেমন সেটা জানা থাকতে হবে। যে শক্তি এই দাওয়াতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যাবে এবং লড়াই আবশ্যম্ভাবি হয়ে উঠবে তার শক্তির ধারণা আগে থেকে থাকতে হবে।

একাধিক প্রতিপক্ষ থাকলে দেখতে হবে কার শক্তি বেশি আর কোন শক্তি তুলনামূলক দূর্বল। এরপর সিদ্ধান্ত নিতে হবে কার সাথে আগে লড়াই করতে হবে, আর কার সাথে পরে করলেও চলবে।

কোন কোন শক্তি থাকে এমন, যাদের সাথে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আপোষ করা যায়। আর কোন কোন শক্তি থাকে এমন যার সাথে সর্বাবস্থায়ই লড়াই করতে হবে। এগুলোর সঠিক সিদ্ধান্ত না নিতে পারলে আমাদের আন্দোলন টিকবে না।

এমন কিছু রাজনৈতিক দল বা প্রতিপক্ষ থাকে যারা বর্তমানে আমাদের কাজে কোন প্রভাব ফেলে না। কিন্তু যখন লড়াই শুরু হবে এবং মনস্তাত্বিক লড়াই বাড়বে তখন এই রাজনৈতিক দলগুলো আমাদের বিপরীতে দাঁড়িয়ে যাবে। তাই এই শক্তিগুলো সম্বন্ধেও জানাশোনা থাকা দরকার।

যে কোন বিপ্লবের দাওয়াতের জন্য এ বিষয়গুলো জরুরী। যে সময় হুজুর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় নিজের দাওয়াত শুরু করলেন - ঐসময় আল্লাহ তাআলা তাকে এমন রাজনৈতিক শক্তির কথা বর্ণনা করেছেন যারা এই অঞ্চলেই ছিলো না। বরং তারা বাহিরে ছিলো। দেখুন আল্লাহ তাআলা সূরা রূমে রোম ও পারস্যের আলোচনা করেছেন।

একদিকে জাযিরাতুল আরব ছিলো। এখানে সংঘবদ্ধ কোন শক্তি ছিল না। তাদের শক্তি ছিলো আলাদা। গোত্র অনুযায়ী তাদের শক্তি বিভক্ত ছিল। আলাদা গোত্র ছিলো। তবে মূর্তি পুজার একটি কেন্দ্র ছিল। আর এই মূর্তিপুজার কেন্দ্রের ক্ষমতা মক্কার কুফফারদের হাতে ছিলো। এই এলাকা থেকে অনেক দূরের শত্রু ছিল রোমানরা আর পারসিরা যাদের সাথে আপাতত মোকাবেলার কোন সম্ভাবনা নেই। তাছাড়া কাছের শত্রুদের সাথে লড়াই করা ছাড়া দূরের শত্রুদের সাথে লড়াইয়ের সুযোগও ছিল না। তবুও আল্লাহ সুব হানাহু ওয়া তায়ালা তাদের ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানিয়েছেন।

পারস্যের অধিবাসীরা অগ্নি পুজারী ছিলো। আর রোমানরা ছিল খৃস্টান। পারস্য আর রোমের যুদ্ধ হলে, পারস্য জয় লাভ করল। রোম পরাজিত হলো। এই যুদ্ধটা শামে হয়েছিলো। পারস্য পুরো শাম জয় করে রোমের রাজধানী কন্সটান্টিনোপল পর্যন্ত পৌঁছে অবরোধ করে ফেলল। এই অবরোধের সময় আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করলেন - "রোম পরাজিত হয়েছে"।

দেখুন এই অঞ্চলের যুদ্ধের দ্বারা আরব ভূখন্ড প্রভাবিত হওয়ার কথা নয়। কিন্তু মক্কার কুফফাররা মূর্তিপুজারী হওয়ার কারণে পারস্যের অগ্নি পুজারীদের কাছাকাছি ছিলো। তাই মক্কার কুফফাররা পারস্যের পক্ষে ছিলো। আর মুসলমানরা রোমের পক্ষে ছিলো। রোমানরা কিতাবি হওয়ার কারণে মুসলমানরা তাদের পক্ষে ছিল। মক্কার মুশরিকরা পারস্যের বিজয়ে খুশি হয়েছে এবং বলেছে, "আমাদের পক্ষের লোকেরা যেভাবে তোমাদের পক্ষের লোকদেরকে পরাজিত করেছে - তেমনি ভাবে আমরা তোমাদের পরাজিত করব"। এই সময় আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করলেন "রোম অতি শীঘ্রয়

বিজয় লাভ করবে। রোমের তখন ধারণাও ছিলো না যে, তারা বিজয় লাভ করবে। কারণ তখন তারা কন্সটান্টিনোপল রক্ষা করতে পারছিল না।

তো এই কথা বলার উদ্দেশ্য হলো - হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দাওয়াত শুরু করলেন তখন এর প্রভাব শুধু আরবে সীমাবদ্ধ ছিলো না। বরং এর প্রভাব দূর-দূরান্ত পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলো। তো আজও যেই আন্দোলন আমরা করতে চাই, যেই এলাকা বা শক্তির সাথে আমাদের শত্রুতা, যাকে শেষ করে আমরা খেলাফত কায়েম করতে চাই, সে শক্তির কেন্দ্র একই শক্তির হাতে।

আমরা দুনিয়ার যেখানেই এই আন্দোলন উঠাব - সেটা আফ্রিকা হোক, এশিয়া হোক, আমেরিকা হোক বা ইউরোপ হোক - আমরা যেখানেই এই আন্দোলন করতে শুরু করব সেখানেই এই শক্তির মুখোমুখি হতে হবে। তাদের অস্ত্র-সস্ত্র আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যাবে। বর্তমান সময়টা এমন এক সময় যখন দুশমন এক হয়ে গেছে এবং শক্তিও সব এক হয়ে গেছে।

এঅবস্থায় আমরা এক মহান আন্দোলন নিয়ে দাড়িয়েছি। আমরা যদি শত্রুর অবস্থা স্পষ্টভাবে না জানি, বিশ্ব রাজনীতি সম্পর্কে আমাদের কোন খবর না থাকে, শত্রুদের সম্পর্কে গবেষণা-বিশ্লেষণ না থাকে - তাহলে আপনি আপনার এই আন্দোলন কয়েকদিনও টিকিয়ে রাখতে পারবেন না। শত্রুর অবস্থা সম্পর্কে না যেনে আপনি আপনার এই দাওয়াত কিভাবে সামনে অগ্রসর করবেন? অথচ আপনার প্রাধান্য দেয়ার বিষয়টিই স্পষ্ট নয়। আপনার যুদ্ধ কার সাথে সেটাই আপনি জানেন না।

যে নেযামকে আপনারা আনতে চান তার জন্য সবচেয়ে বড় বাঁধা কে? এটা বুঝার জন্য আমাদের বর্তমান দুনিয়ার অবস্থা কেমন সেটা দেখতে হবে। বর্তমান দুনিয়ার অবস্থা বুঝার জন্য আমাদেরকে ৩ টা বিষয় সম্পর্কে জানতে হবে।

১। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক অবস্থা।

২। আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অবস্থা।

৩। আন্তর্জাতিক সামরিক অবস্থা।

অর্থনৈতিক অবস্থার ক্ষেত্র বুঝার জন্য আমাদের এই প্রশ্নগুলোর সুস্পষ্ট জবাব জানতে হবে। বর্তমান নেযামের পিছনে কোন শক্তি কাজ করছে? কারা মদদ দিচ্ছে? কারা আমাদের বিরুদ্ধে লড়ছে? তাদের অর্থনৈতিক সাহায্য কে করছে? পৃথিবীর রাজনৈতিক অবস্থা কী? আমরা যখন বিজয় লাভ করতে শুরু করব তখন কোন শক্তি আমাদের বিরুদ্ধে লাগবে? পৃথিবীর রাজনৈতিক অবস্থা কে পরিবর্তন করে? রাজনীতির কেন্দ্র কার হাতে? এগুলো আমাদের জানতে হবে।

তেমনিভাবে আমাদের শত্রুদের সামরিক অবস্থা কী? তাদের আসল শক্তি যোগায় কে? এগুলো জানা ছাড়া আমরা কার বিরুদ্ধে লড়াই করব?

তাই এই তিন বিষয় জানা জরুরী। আমরা যদি ইতিহাসের দিকে তাকাই তবে উৎকৃষ্ট উদাহরন দেখতে পাই। যখন আমাদের কাছে খেলাফত ছিলো, তখন আমাদের দুশমন আমাদের উপর কোন কোন পথে বিজয় লাভ করেছে? আমাদের জানা থাকতে হবে যে, কোন কোন পথে আমরা মার খেয়েছি? যাতে আমরা ভবিষ্যতে এ থেকে বাঁচতে পারি।

তারা আমাদের উপর হামলা শুরু করেছিলো অর্থনৈতিক পথে। যে সময় খেলাফতে উসমানিয়া মাল্টা, বসনিয়া ও সোভিয়েত ইউনিয়ন পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিলো। অর্থাৎ উত্তর ইউরোপ পর্যন্ত আমাদের কাছে ছিলো। তেমনিভাবে পুরো ভারত উপমহাদেশ আমাদের কাছে ছিলো। তখন আমাদের শত্রুরা আমাদের বিরুদ্ধে দুশমনি শুরু করেছে অর্থনৈতিকভাবে। এক্ষেত্রে তারা কিছু প্লান করেছে।

একদিকে তারা হিন্দুস্তানে আক্রমণ চালিয়েছে। এই হিন্দুস্তান মুসলমানদের অনেক বড় শক্তি ছিলো। সামরিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে মুসলমানরা শক্তিশালী ছিলো। এগুলো ধ্বংস করা ছাড়া, আমাদের দুশমন আমাদের মোকাবেলা

করতে সক্ষম ছিলো না। এজন্য হিন্দুস্তান ধ্বংস করার জন্য তারা প্ল্যান করল। আরেকদিকে আমাদের যে আসল শত্রু ছিলো তাদের কাছে যথেষ্ট সংখ্যক সৈন্য ছিলো না। তাই প্রথমে তাদের এমন লোক দরকার ছিলো যারা আমাদের বিপরীতে তাদের অস্ত্র হিসেবে কাজ করবে। এজন্য তারা এর পিছনে মেহনত করেছে।

যারা ইউরোপে যুদ্ধ শুরু করেছে তারা প্রথমে ইউরোপের বিরুদ্ধে লোক তৈরী করেছে। এমন লোক তৈরী করেছে যারা আমাদের মধ্যে থেকে আমাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আক্রমণ করবে। ষোল শতক থেকে তারা এটার শুরু করেছে।

তারা প্রথমে ইউরোপে এক নতুন শাসনব্যবস্থা চালু করেছিল। ইউরোপে আগে গির্জার শাসন ছিলো। রোমান ক্যাথলিকদের শাসন ছিলো। ইহুদিরা তাদের মাঝে মেহনত করে করে বিভিন্ন মাধ্যমে, বিভিন্ন ষড়যন্ত্র ও শ্লোগানের মাধ্যমে এমন এক গোষ্ঠি তৈরী করেছে - যারা গির্জা থেকে স্বাধীন হওয়ার ঘোষণা দিয়েছিল। তারা শ্লোগান দিয়েছে - গির্জা মানুষকে গোলাম বানিয়ে রেখেছে। আর আমরা মানুষের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করছি।

এভাবে করতে করতে একদলকে ক্যথলিক থেকে বের করে নিয়েছে। অর্থোডক্স নামে তারা আবির্ভূত হলো। ক্যথলিকদের কাছে অর্থোডক্সরা মুরতাদ ছিলো। তবুও তারা একপর্যায়ে বড় একটি দল গঠন করে নিলো। তাদের সাথে ইহুদিদের সাপোর্ট ছিলো। এক পর্যায়ে তারা গির্জার উপর বিজয় লাভ করল। এটাকে তারা বিজ্ঞানের বিজয় নাম দিয়েছে। এভাবেই ১৬৮৮ তে ব্রিটেনে ইহুদিদের দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা হলো।

এরপর এই আন্দোলনই তারা পুরো ইউরোপে ছড়িয়ে দিয়েছে। তারা খুব ভালোভাবে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব অর্জন করে নিয়েছিল। এক্ষেত্রে তারা সহজেই বড় ধরণের সফলতা অর্জন করে। তারা এটাকে 'জনসাধারণের আন্দোলন' বলে আখ্যা দিয়েছিল। তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল - মানুষকে খৃস্টবাদ থেকে মুক্ত করা ও ইহুদিদের গোলামীতে অভ্যস্ত করা। এই এক আন্দোলন ইউরোপে ইহুদিদের থাবা মজবুত করে দিল।

ইহুদিরা এই পর্যন্ত পৌঁছেছে অর্থনৈতিক ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে। তারা বুঝেছে যে অর্থনীতি বা মানুষের জীবিকার মাধ্যমে মানুষকে সবচাইতে সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। তারা বুঝেছে যে, যদি এই ক্ষেত্রে তারা দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে, তাহলে সব কিছু তাদের হাতে চলে যাবে। এর জন্য তারা মেহনত করেছে ও সফল হয়েছে।

কুরআনে আছে - তারা মান্না-সালওয়ার বিপরীতে পিয়াজ, রসুন ও ডাল চেয়েছে। কেন চেয়েছে?

তারা খারাপ জাতি ছিলো এবং তাদের তবিয়তে খারাবী সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিলো। পিয়াজ, রসুন ও ডাল চাওয়ার মূল কারণ হল - তারা চিন্তা করেছে, এই খাবার আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। আর আল্লাহ যখন চান তখন এটা উঠিয়ে নিবেন। আর আমরা আল্লাহর মুখাপেক্ষী হয়ে যাব। তো আমরা এমন কিছূ কেন চাই না যা আমাদের হাতে থাকবে?

তাদের মনে শুধু এটা ছিলো না যে, তারা খাবে। বরং তাদের চিন্তা চেতনা আরও খারাপ হয়ে গিয়েছিলো। তারা চাইত অন্যরা না খেতে পেয়ে কষ্টে থাকুক। এজন্য তারা এমন জিনিস চেয়েছে যা জমা করে রাখা যায়। মান্না-সালওয়া তো জমা করে রাখা যায় না। আল্লাহ তাদেরকে মান্না সালওয়া থেকে মাহরুম কেন করলেন?

কারণ তাদের মনে জমা করে রাখার মেজাজ গড়ে উঠেছিলো। তারা চাচ্ছিল যাতে অন্যদের ক্ষতি হয়। আরেকটা কারণ ছিল মানুষকে তাদের মুখাপেক্ষি বানানো। মানুষকে মুখাপেক্ষি বানিয়ে নিজেদের কাজে ব্যবহার করা।

বর্তমান সময়ে এসে ইহুদিরা চিন্তা করল - কিভাবে অর্থনীতি নিজেদের আয়ত্বে নেয়া যায়? এজন্য যে পয়সা তাদের কাছে ছিলো তারা তা সোনা রুপা দিয়ে পরিবর্তন করতে লাগল। আসল সম্পদ তো – সোনা-রুপা। পূর্বে লেনদেন সোনা-রুপার মাধ্যমে হত। জিনিসপত্রের দাম সোনা-রুপার সাথে মিলিয়ে করা হত। সোনা-রুপা স্বর্ণকারদের কাছে মানুষ আমানত রাখত, যাতে চুরি না হয়ে যায়। আর স্বর্ণকার একটি জামানতনামা দিয়ে দিত যে, অমুকের এত সোনা আমার কাছে জমা আছে। যখন প্রয়োজন হত মানুষ তাদের থেকে নিয়ে নিত।

এই লেনদেন যখন বাড়তে লাগলো তখন মানুষ বিষয়টাকে ঝামেলা মনে করতে লাগল। কারণ কেনাকাটা করার জন্য প্রথমে স্বর্ণকারের কাছে গিয়ে স্বর্ণ এনে তারপর কোন জিনিষ ক্রয় করতে হয়। তাই কেনাকাটা সহজ করার জন্য তারা একজন আরেকজনকে নিজের কাছে রাখা জামানত নামাই দিয়ে দিত। এর অর্থ ছিল এই - ভাই এই কাগজ তোমার কাছে রাখ। আর যখন প্রয়োজন হয় তুমি স্বর্ণকারের কাছ থেকে এই জামানতনামার নামে যে স্বর্ণ রয়েছে তা নিয়ে এসো।

এতে উভয়ের কাজই সহজ হয়ে যেত। কিন্তু যখন লেনদেন আরো বেড়ে গেল, তখন মানুষ কাগজ দ্বারা লেনদেন করতে লাগল। দোকানে গিয়ে জামানত নামা দিলে দোকানদার মাল দিয়ে দিত। এভাবেই লেনদেন চলতে থাকল। তারপর মানুষ কেউ কাউকে ধার দিলে এই কাগজ ধার দেয়া শুরু করল। কেউ বলল আমার দুই কিলো সোনা দরকার তখন তাকে দুই কিলো সোনার একটি জামানত নামা দিয়ে দিত।

এরপর তারা চিন্তা করল এতে সুদ নেয়া যায়। তো এই সুদ কিভাবে নেয়া হবে? সেটাও জামানত নামার মাধ্যমেই হবে।

এভাবেই তারা স্বর্ণের বদলে লেনদেনের মাপকাঠি জামানতনামা বানিয়ে দিলো। লেনদেন সেই অনুযয়ী চলতে থাকল। এবার সে তার পাঁচ ছেলেকে ইউরোপের পাঁচ শহরে প্রতিষ্ঠা করে দিল। আস্তে আস্তে পুরো ইউরোপের স্বর্ণগুলো তাদের হাতে এসে গেল। এরপর তারা রাজনীতির ব্যবহার শুরু করল। বাদশা ও তাদের সৈন্যবাহিনীকে কিনতে লাগল। কবি-সাহিত্যিকদেরকে নিজেদের জন্য ব্যবহার করতে লাগল।

কবিরা মুক্তমনা ও ধর্মবিদ্বেষী হত। আর ইহুদিরা তাদেরকে সাহায্য করত। তাদের কাছ থেকেই ইহুদিরা বিভিন্ন ধর্ম বিদ্বেষী কথা বার্তা শিখত এবং প্রচার করত। এভাবে ইহুদিরা ইউরোপে পুরোপুরি সফল হয়ে গেলো। ওদিকে আমেরিকা আবিষ্কার হলো। তারা ইউরোপ থেকে অনেক মানুষ ধরে ধরে আমারিকা নিলো। তারা মানুষ ছিলো কম। তাদের অফিসার ছিলো কিন্তু সাধারণ মজদুরদের অভাব ছিলো। তাই তারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ বিশেষ করে আফ্রিকার অনেক দেশে হামলা করে মানুষকে ধরে আমেরিকা নিয়ে যেত। পথে যারা মরে যেত তাদেরকে সাগরে ফেলে দিত। আর যারা বাঁচত তাদেরকে আমেরিকা নিয়ে মজদুরি করাত। আমেরিকানরা তাদের উপর অনেক যুলুম করেছে। তাদের উপর করা যুলুমের একটা নমুনা দেখুন - এই যে, বার বি কিউ (টিকার বার বি কিউ না) হলো - যে সকল কালো মহিলা কাজের উপযোগী ছিলো না তাদেরকে লোহার শিকের উপর শুইয়ে দিত। তারপর তার নিচে আগুন জ্বালিয়ে দিত। এটা দেখে আমেরিকানরা খুব খুশি হত। এটাকে বার বি কিউ বলা হত। আমেরিকানরা এত যালেম ছিলো। দশ কোটি মানুষ মেরেছে তারা আমেরিকায়।

এদিকে ইহুদিরা ইউরোপকে দুর্বল করার জন্য যুদ্ধ বাঁধিয়ে দিয়েছে। তারা খুব ভিতু। তারা দুশমনকে খতম করা ছাড়া ছাড়েই না। তারা নেপোলিয়ানকে বৃটেনের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলল। সে বৃটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করল। মিশরের উপর বৃটেনের দখলদারত্ব ছিলো। নেপোলিয়ান মিশর দখল করল। বৃটেনকে এখান থেকে ভাগিয়ে দিল। বৃটেনের উপর হামলা চালালো। যুদ্ধ অনেকদিন চলতে থাকল। অবশেষে ১৮১৫ সালের প্রসিদ্ধ যুদ্ধে নেপোলিয়ান পরাজিত হলো। ফ্রান্সও পরাজিত হলো। ব্রিটেনের জয় হল।

ব্রিটিশরা এমনিতেই ইহুদিদের ছাড়া চলতে পারে না। একারণে ইহুদিরা ব্রিটেনের সাথে শক্তিশালি হয়ে গেল। তারা হিন্দুস্তান এসে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে দিলো। তারা এখানেও তিন পদ্ধতিতে কাজ করেছে। তারা বিদ্রোহী একটা দল বানাল। আবার নিজেরা সৈন্যও বানালো। পাকিস্তানে যে বড় বড় নবাব, চৌধুরি ছিলো তারাই প্রথম বিদ্রোহ করল। তারা অর্থনীতির খেল এখানেও দেখিয়েছে।

আসাদুল্লাহ খান গালিব ফ্রি মেসনের সদস্য ছিলো। তাদের চিন্তা চেতনা গ্রহণ করেছিল। একসময় এমন এলো যে, তারা হিন্দুস্তান দখল করে নিল। তারা নিজস্ব সৈন্য দ্বারা হিন্দুস্তান দখল করল। ১৭৫৭ সালে সিরাজ-উদ-দৌলা - যিনি অনেক বড় মুজাহিদ ছিলেন - ইংরেজদেরকে অনেক মার দিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মীর জাফরের কারণে পরাজিত হলেন। মীর জাফর বলেছিল, ‘তোমরা ঘোর সওয়াররা সব চলে যাও। তাহলে সিরাজ পরাজিত হয়ে যাবে’। এই পরাজয় ছিলো বড়

ধরণের পরাজয়। আর এটাই ছিলো ইহুদিদের প্রথম সামরিক বিজয়। তারা একসাথে আমেরিকায় ও উপমহাদেশে কাজ চালু রেখেছিল।

****